আমাদের অর্থনীতি
Date:18-03-2017 Page 08, Col 7-8 Size:15 Col*Inc

সংবর্ধিত হলেন অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান

ডেস্ক রিপোর্ট: সংবর্ধিত হলেন গবেষণা, নীতিপরামর্শ ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অনন্য ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক রেহমান সোবহান। প্রথিতযশা এ অর্থনীতিবিদকে সংবর্ধিত করল বণিক বার্তা ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)। গতকাল রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে এ সংবর্ধনা দেওয়া হয় তাকে। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, অর্থ প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নানসহ দেশের বিভিন্ন খাতের বরেণ্য ও অগ্রণী ব্যক্তিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বণিক বার্তা সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর অধ্যাপক রেহমান সোবহানের জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন তার বন্ধু, অনুজ ও সুধীরা।

অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে বন্ধুবর হিসেবে উল্লেখ করে তাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। অর্থমন্ত্রী বলেন, আমাদের বন্ধুত্ব শুরু ১৯৬০ সালে। আজ ২০১৭ সাল। এখনো আমাদের বন্ধুত্ব আছে। আমরা একসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করি। স্বাধীনতার পর গঠিত পরিকল্পনা এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৩

সংবর্ধিত হলেন অর্থনীতিবিদ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কমিশনের সদস্য ছিলেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান। ওই কমিশনের সদস্য হিসেবে শিল্প, বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অবকাঠামো বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন এ অর্থনীতিবিদ। প্রথমবারের মতো দেশের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও তৈরি করে ওই কমিশন। পরিকল্পনা কমিশনে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের অবদানের কথা উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরির জন্য দেশের অর্থনীতি নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করা হয় সে সময়। সে সবের মূল্যায়ন যদি করি, তাহলে বলতে হয়, সেগুলো অনেক উত্তম কাজ ছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিবেদনটি অত্যন্ত মূল্যবান কাজ। আমি সবসময় এটি ব্যবহার করি। দেশের অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলো ওই প্রতিবেদনে সুন্দরভাবে উঠে এসেছে।

অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ ড. কামাল হোসেন। তিনি বলেন, অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সবচেয়ে বড় গুণ হলো- তিনি যা বিশ্বাস করেছেন, যুক্তি দিয়ে বিরতিহীনভাবে সে বিষয়ে কথা বলেছেন। ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতার অংশীদার হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তার ভূমিকা। সারা জীবন তিনি আপসহীনভাবে কাজ করেছেন। বৈষম্যমুক্ত যে সমাজের স্বপ্ন তিনি দেখেছেন, আশা করি তার কিছু অগ্রগতি দেখে যেতে পারবেন।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান তার শিক্ষাজীবনে ১৯৫৬ সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তার শিক্ষাজীবন বিস্তৃত হয়েছে অক্সফোর্ড ও হার্ভার্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয়েও। ১৯৫৭ সালের অক্টোবরে দেশে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন রেহমান সোবহান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ছাত্র ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। সে সময়ের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করে রাশেদ খান মেনন বলেন, শিক্ষকতার বাইরে গিয়েও তিনি যেসব কাজ করেছেন, তা রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দুই অর্থনীতি, দুই দেশ, দুই জাতি বিবর্তনে অনুঘটকের কাজ করেছেন তিনি। এরশাদবিরোধী আন্দোলনেও তার ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। তিনি কেবল একজন শিক্ষকই নন, নিভৃতচারী একজন রাজনীতিকও।

অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে গণঅর্থনীতিবিদ বলে উল্লেখ করেন অধ্যাপক ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ। তিনি বলেন, অধ্যাপক রেহমান সোবহান কখনো এমন কিছু করেননি, যা উদ্দেশ্যহীন। তিনি সবসময় ন্যায়ভিত্তিক বা সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য নিবেদিত থেকেছেন। স্বাধীনতার আগে ও পরে তিনি তার ভূমিকা দিয়ে এ দেশকে সমৃদ্ধতর করেছেন, উন্নততর করেছেন।

অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে একজন জীবন্ত কিংবদন্তি হিসেবে উল্লেখ করেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, অধ্যাপক রেহমান সোবহানের তুলনা কেবল তিনি নিজেই। তিনি একাধারে একজন অর্থনীতিবিদ আবার সমাজবিজ্ঞানীও। সমাজের বৈষম্য দূর করার জন্য তিনি সারাজীবন কাজ করেছেন। দেশ-বিদেশে তিনি সমানভাবে সমাদৃত। অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে তার কাজের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা মানেন বলেও জানান পরিকল্পনামন্ত্রী। সম্পাদনা: জাফর আহমদ

আমাদের সময়
Date:17-03-2017 Page 02, Col 7-8 Size: 08 Col*Inc

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী

অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখিয়ে স্বাধীনতার দাবি জোরদার করেন রেহমান সোবহান

নিজস্ব প্রতিবেদক

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, স্বাধীন দেশ হলেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল অনেক বেশি। পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি আলোচনায় থাকলেও সেটিকে অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে অধ্যাপক রেহমান সোবহান তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতার দাবি আরও জোরদার হয় তার এ বৈষম্য অকাট যুক্তি দিয়ে প্রচারের মাধ্যমে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে দেওয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেহমান সোবহানের অবদানকে স্যালুট জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, রেহমান সোবহান অর্থনৈতিক ন্যায় ও সাম্য সৃষ্টির জন্য সব সময় কাজ করেছেন। জাতি গঠনেও তার ভূমিকা অনেক। দৈনিক বণিক বার্তা ও বিআইডিএস এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংবিধানপ্রণেতা ড. কামাল হোসেন, পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাঈদুজ্জামান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. কেএএস মোর্শেদ এবং ইন্টারন্যাশনাল চেম্বারের সভাপতি মাহবুবুর রহমানসহ অনেকে। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সহধর্মিণী রওনক জাহানসহ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ড. কামাল হোসেন বলেন, ১৯৬১ সালে দুই দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে রেহমান সোবহানের লেখা মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়তে তিনি সব সময় কাজ করে গেছেন।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, আমার জীবনে দুটি অংশে কাজ করেছি। একটি হলো গবেষক হিসেবে অন্যটি লেখালেখি করে। অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই আমার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল। তাই আমার কাছে অর্থনৈতিক তত্ত্বের চেয়ে সাম্যই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক অর্থনীতি সামনে চলে আসে। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক অর্থনীতিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই যে কোনো নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি অর্থনীতিবিদদের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন।

Dhaka Tribune
Date:17-03-2017 Page: 03 Col: 1-5 Size: 17.5 Col*Inc

Finance Minister AMA Muhith, officials of Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) and business daily Bonik Barta Editor Dewan Hanif Mahmud, left, present his portrait to eminent economist and freedom fighter Rehman Sobhan, second right, in a special ceremony at Pan Pacific Sonargaon Hotel in Dhaka yesterday. BIDS and the Bonik Barta organised the event to celebrate Rehman Sobhan's illustrated career

RAJIB DHAR

দৈনিক ইত্তেফাক
Date:17-03-2017 Page: 20, Col: 6-8 Size: 18.5 Col*Inc

গতকাল সোনারগাঁও হোটেলে দৈনিক বণিক বার্তা ও বিআইডিএস আয়োজিত গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় —ইত্তেফাক

অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাই আমার বড় লক্ষ্য ছিল

------- রেহমান সোবহান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেছেন, আমার জীবনে দুটি অংশে কাজ করেছি। একটি হলো গবেষক হিসেবে, অন্যটি লেখালেখি করে। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই আমার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল। তাই আমার কাছে অর্থনৈতিক তত্ত্বের চেয়ে সাম্যই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে এক্ষেত্রে রাজনৈতিক অর্থনীতি সামনে চলে আসে। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

অর্থনৈতিক সাম্য

২০ পৃষ্ঠার পর

অর্থনীতিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই যে কোনো নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি অর্থনীতিবিদদের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানে সংবর্ধনার জবাবে তিনি এ কথা বলেন। দৈনিক বণিকবার্তা ও বিআইডিএস এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সহধর্মিণী রওনক জাহানসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেহমান সোবহানের অবদানকে স্যালুট জানিয়ে অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেন, রেহমান সোবহান অর্থনৈতিক ন্যায় ও সাম্য সৃষ্টির জন্য সবসময় কাজ করেছেন। জাতি গঠনেও তার ভূমিকা অনেক। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি আলোচনায় থাকলেও সেটিকে অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে অধ্যাপক রেহমান সোবহান তুলে ধরেছেন।

সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেন বলেন, ১৯৬১ সালে দুই দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে রেহমান সোবহানের লেখা মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়তে তিনি সবসময় কাজ করে গেছেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাঈদুজ্জামান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ, বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. কে এ এস মোর্শেদ এবং ইন্টারন্যাশনাল চেম্বারের সভাপতি মাহবুবুর রহমানসহ আরও অনেকে।

আমাদের অর্থনীতি
Date:18-03-2017 Page 08, Col 7-8 Size:15 Col*Inc

সংবর্ধিত হলেন অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান

ডেস্ক রিপোর্ট: সংবর্ধিত হলেন গবেষণা, নীতিপরামর্শ ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অনন্য ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক রেহমান সোবহান। প্রথিতযশা এ অর্থনীতিবিদকে সংবর্ধিত করল বণিক বার্তা ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)। গতকাল রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে এ সংবর্ধনা দেওয়া হয় তাকে। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, অর্থ প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নানসহ দেশের বিভিন্ন খাতের বরেণ্য ও অগ্রণী ব্যক্তিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বণিক বার্তা সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর অধ্যাপক রেহমান সোবহানের জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন তার বন্ধু, অনুজ ও সুধীরা।

অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে বন্ধুবর হিসেবে উল্লেখ করে তাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। অর্থমন্ত্রী বলেন, আমাদের বন্ধুত্ব শুরু ১৯৬০ সালে। আজ ২০১৭ সাল। এখনো আমাদের বন্ধুত্ব আছে। আমরা একসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করি। স্বাধীনতার পর গঠিত পরিকল্পনা এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৩

সংবর্ধিত হলেন অর্থনীতিবিদ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কমিশনের সদস্য ছিলেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান। ওই কমিশনের সদস্য হিসেবে শিল্প, বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অবকাঠামো বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন এ অর্থনীতিবিদ। প্রথমবারের মতো দেশের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও তৈরি করে ওই কমিশন। পরিকল্পনা কমিশনে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের অবদানের কথা উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরির জন্য দেশের অর্থনীতি নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করা হয় সে সময়। সে সবের মূল্যায়ন যদি করি, তাহলে বলতে হয়, সেগুলো অনেক উত্তম কাজ ছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিবেদনটি অত্যন্ত মূল্যবান কাজ। আমি সবসময় এটি ব্যবহার করি। দেশের অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলো ওই প্রতিবেদনে সুন্দরভাবে উঠে এসেছে।

অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ ড. কামাল হোসেন। তিনি বলেন, অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সবচেয়ে বড় গুণ হলো- তিনি যা বিশ্বাস করেছেন, যুক্তি দিয়ে বিরতিহীনভাবে সে বিষয়ে কথা বলেছেন। ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতার অংশীদার হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তার ভূমিকা। সারা জীবন তিনি আপসহীনভাবে কাজ করেছেন। বৈষম্যমুক্ত যে সমাজের স্বপ্ন তিনি দেখেছেন, আশা করি তার কিছু অগ্রগতি দেখে যেতে পারবেন।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান তার শিক্ষাজীবনে ১৯৫৬ সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তার শিক্ষাজীবন বিস্তৃত হয়েছে অক্সফোর্ড ও হার্ভার্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয়েও। ১৯৫৭ সালের অক্টোবরে দেশে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন রেহমান সোবহান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ছাত্র ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। সে সময়ের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করে রাশেদ খান মেনন বলেন, শিক্ষকতার বাইরে গিয়েও তিনি যেসব কাজ করেছেন, তা রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দুই অর্থনীতি, দুই দেশ, দুই জাতি বিবর্তনে অনুঘটকের কাজ করেছেন তিনি। এরশাদবিরোধী আন্দোলনেও তার ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। তিনি কেবল একজন শিক্ষকই নন, নিভৃতচারী একজন রাজনীতিকও।

অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে গণঅর্থনীতিবিদ বলে উল্লেখ করেন অধ্যাপক ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ। তিনি বলেন, অধ্যাপক রেহমান সোবহান কখনো এমন কিছু করেননি, যা উদ্দেশ্যহীন। তিনি সবসময় ন্যায়ভিত্তিক বা সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য নিবেদিত থেকেছেন। স্বাধীনতার আগে ও পরে তিনি তার ভূমিকা দিয়ে এ দেশকে সমৃদ্ধতর করেছেন, উন্নততর করেছেন।

অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে একজন জীবন্ত কিংবদন্তি হিসেবে উল্লেখ করেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, অধ্যাপক রেহমান সোবহানের তুলনা কেবল তিনি নিজেই। তিনি একাধারে একজন অর্থনীতিবিদ আবার সমাজবিজ্ঞানীও। সমাজের বৈষম্য দূর করার জন্য তিনি সারাজীবন কাজ করেছেন। দেশ-বিদেশে তিনি সমানভাবে সমাদৃত। অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে তার কাজের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা মানেন বলেও জানান পরিকল্পনামন্ত্রী। সম্পাদনা: জাফর আহমদ

আমাদের সময়
Date:17-03-2017 Page 02, Col 7-8 Size: 08 Col*Inc

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী

অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখিয়ে স্বাধীনতার দাবি জোরদার করেন রেহমান সোবহান

নিজস্ব প্রতিবেদক

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, স্বাধীন দেশ হলেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল অনেক বেশি। পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি আলোচনায় থাকলেও সেটিকে অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে অধ্যাপক রেহমান সোবহান তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতার দাবি আরও জোরদার হয় তার এ বৈষম্য অকাট যুক্তি দিয়ে প্রচারের মাধ্যমে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে দেওয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেহমান সোবহানের অবদানকে স্যালুট জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, রেহমান সোবহান অর্থনৈতিক ন্যায় ও সাম্য সৃষ্টির জন্য সব সময় কাজ করেছেন। জাতি গঠনেও তার ভূমিকা অনেক। দৈনিক বণিক বার্তা ও বিআইডিএস এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংবিধানপ্রণেতা ড. কামাল হোসেন, পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাঈদুজ্জামান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. কেএএস মোর্শেদ এবং ইন্টারন্যাশনাল চেম্বারের সভাপতি মাহবুবুর রহমানসহ অনেকে। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সহধর্মিণী রওনক জাহানসহ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ড. কামাল হোসেন বলেন, ১৯৬১ সালে দুই দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে রেহমান সোবহানের লেখা মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়তে তিনি সব সময় কাজ করে গেছেন।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, আমার জীবনে দুটি অংশে কাজ করেছি। একটি হলো গবেষক হিসেবে অন্যটি লেখালেখি করে। অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই আমার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল। তাই আমার কাছে অর্থনৈতিক তত্ত্বের চেয়ে সাম্যই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক অর্থনীতি সামনে চলে আসে। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক অর্থনীতিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই যে কোনো নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি অর্থনীতিবিদদের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন।

বণিক বার্তা

Date:17-03-2017 Page: 01 Col: 1-4 Size: 72 Col*Inc

গুণীজন সংবর্ধনা ২০১৭

বণিক বার্তা

বিআইডিএস

অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে সংবর্ধিত করেছে বণিক বার্তা ও বিআইডিএস। গতকাল রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদের সঙ্গে একই মঞ্চে অতিথিরা

ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

আরো ছবি পৃষ্ঠা » ৩

সংবর্ধিত রেহমান সোবহান

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

গবেষণা, নীতিপরামর্শ ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অনন্য নাম অধ্যাপক রেহমান সোবহান। প্রথিতযশা এ অর্থনীতিবিদকে সংবর্ধিত করল বণিক বার্তা ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)। গতকাল রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে এ সংবর্ধনা দেয়া হয় তাকে। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, অর্থ প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নানসহ দেশের বিভিন্ন খাতের বরেণ্য ও অগ্রণী ব্যক্তিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বিআইডিএসের সঙ্গে যৌথভাবে গুণীজন সংবর্ধনা দিয়ে আসছে বণিক বার্তা। তৃতীয় আয়োজন হিসেবে অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে এ বছর সংবর্ধিত করল দুই প্রতিষ্ঠান। বণিক বার্তা সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। এর পর অধ্যাপক রেহমান সোবহানের জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন তার বন্ধু, অনুজ ও সুধীরা।

অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে বন্ধুবর হিসেবে উল্লেখ করে তাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। অর্থমন্ত্রী বলেন, আমাদের বন্ধুত্ব শুরু ১৯৬০ সালে। আজ ২০১৭ সাল। এখনো আমাদের বন্ধুত্ব আছে। আমরা একসঙ্গে চিন্তাভাবনা করি।

স্বাধীনতার পর গঠিত পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান। ওই কমিশনের সদস্য হিসেবে শিল্প, বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অবকাঠামো বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন এ অর্থনীতিবিদ। প্রথমবারের মতো দেশের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও তৈরি করে ওই কমিশন। পরিকল্পনা কমিশনে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের অবদানের কথা উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরির জন্য দেশের অর্থনীতি নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করা হয় সে সময়। সেসবের মূল্যায়ন যদি করি, তাহলে বলতে হয়, সেগুলো অনেক উত্তম কাজ ছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিবেদনটি অত্যন্ত মূল্যবান কাজ। আমি সবসময় এটি ব্যবহার করি। দেশের অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলো ওই প্রতিবেদনে সুন্দরভাবে উঠে এসেছে।

এ কৃতী মুখকে সংবর্ধিত করার অনুভূকি ব্যক্ত করতে গিয়ে আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, আজ একজন বন্ধুকে সম্মানিত করার সুযোগ পেলাম। এজন্য আয়োজক প্রতিষ্ঠানকে অনেক ধন্যবাদ। দেশের জন্য তার অনেক ভূমিকা আছে। স্যালুট, ইউ রেহমান সোবহান।

অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ ড. কামাল হোসেন। তিনি বলেন, অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সবচেয়ে বড় গুণ হলো, তিনি যা বিশ্বাস করেছেন, যুক্তি দিয়ে বিরতিহীনভাবে সে বিষয়ে কথা বলেছেন। ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতার অংশীদার হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তার ভূমিকা। সারা জীবন তিনি আপসহীনভাবে কাজ করেছেন। বৈষম্যমুক্ত যে সমাজের স্বপ্ন তিনি দেখেছেন, আশা করি তার কিছু অগ্রগতি দেখে যেতে পারবেন।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান তার শিক্ষাজীবনে ১৯৫৬ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তার শিক্ষাজীবন বিস্তৃত হয়েছে অক্সফোর্ড ও হার্ভার্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয়েও। ১৯৫৭ সালের অক্টোবরে দেশে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন রেহমান সোবহান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ছাত্র ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। সে সময়ের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করে রাশেদ খান মেনন বলেন, শিক্ষকতার বাইরে গিয়েও তিনি যেসব কাজ করেছেন, তা রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দুই অর্থনীতি, দুই দেশ, দুই জাতি বিবর্তনে অনুঘটকের কাজ করেছেন তিনি। এরশাদবিরোধী আন্দোলনেও তার ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। তিনি কেবল একজন শিক্ষকই নন, নিভৃতচারী একজন রাজনীতিকও।

অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে গণ-অর্থনীতিবিদ বলে উল্লেখ করেন অধ্যাপক ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ। তিনি বলেন, অধ্যাপক রেহমান সোবহান কখনো এমন কিছু করেননি, যা উদ্দেশ্যহীন। তিনি সবসময় ন্যায়ভিত্তিক বা সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য নিবেদিত থেকেছেন। স্বাধীনতার আগে ও পরে তিনি তার ভূমিকা দিয়ে এ দেশেকে সমৃদ্ধতর করেছেন, উন্নততর করেছেন।

অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে একজন জীবন্ত কিংবদন্তি হিসেবে উল্লেখ করেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, অধ্যাপক রেহমান সোবহানের তুলনা কেবল তিনি নিজেই। তিনি একাধারে একজন অর্থনীতিবিদ, আবার সমাজবিজ্ঞানীও। সমাজের বৈষম্য দূর করার জন্য তিনি সারা জীবন কাজ করেছেন। দেশ-বিদেশে তিনি সমানভাবে সমাদৃত। অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে তার কাজের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা মানেন বলেও জানান পরিকল্পনামন্ত্রী।

পরিকল্পনা কমিশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পর বিআইডিএসের জন্যও কাজ করেন এ অর্থনীতিবিদ। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান, গবেষণা পরিচালক, মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগেরও (সিপিডি) প্রতিষ্ঠাতা এ অর্থনীতিবিদ। বর্তমানে তিনি প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৯৬-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান।

বিআইডিএসে এ অর্থনীতিবিদের অবদানের কথা স্মরণ করে প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান মহাপরিচালক ড. কেএএস মুরশিদ বলেন, অধ্যাপক রেহমান সোবহান যে ভিত্তি গড়ে দিয়েছেন, তা-ই বিআইডিএসের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। দেশের অর্থনীতি ও সমাজ নির্মাণের বিভিন্ন খাতে তিনি তার ভূমিকা দৃঢ় দিয়ে শক্ত হাতে ধরে রেখেছেন।

খ্যাতিমান এ অর্থনীতিবিদের জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান।

এর পর অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে সংবর্ধিত করা হয়। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত তাকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন ও

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

সংবর্ধিত রেহমান সোবহান

১ম পৃষ্ঠার পর

একটি পোর্ট্রেট তুলে দেন। সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. কেএএস মুরশিদ ও বণিক বার্তা সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন বিআইডিএসের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ। অনুষ্ঠানের সব শেষে ছিল শামা রহমানের সংগীত পরিবেশনা।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন— চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জের চেয়ারম্যান এমএ মোমেন, সাবেক মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ, ইউজিসির চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এম হাফিজউদ্দিন খান, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, নারী নেত্রী হামিদা হোসেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক সালেহ উদ্দিন আহমেদ, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (মন্ত্রী পদমর্যাদা) ড. শামসুল আলম, বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ এম শামসুল আলম, বুয়েটের অধ্যাপক ড. শামছুল হক, উন্মুক্ত বিশ্ববদ্যালয়ের উপাচার্য এমএ মান্নান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাসিম আক্তার হোসেন, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. গৌর গোবিন্দ গোস্বামী, অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ কামরুল আহছান, অধ্যাপক শরীফ উদ্দিন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক তাজুল ইসলাম, কলামিস্ট আবুল মকসুদ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এটিএম নূরুল আমিন, অধ্যাপক তাজিন মুরশিদ, একুশে টিভির সিইও মনজুরুল আহসান বুলবুল, সাবেক রাষ্ট্রদূত কায়সার মোরশেদ, থাকরাল ইনফরমেশন সিস্টেমসের উপদেষ্টা শাহ জামান মজুমদার (বীর প্রতীক), সুলতান হাফিজ, সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন, সিপিডির সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, সিপিডির ডায়ালগ ও কমিউনিকেশনের পরিচালক আনিসাতুল ফাতেমা, বুয়েটের শিক্ষক ফারসীম মোহাম্মদী মান্নান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক আবু আহমেদ, এমএম আকাশ, এমএ তসলিম, বিএসইসির সদস্য স্বপন কুমার বালা, ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবু তাহের খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য শরীফ এনামুল কবির, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক প্রিয়ব্রত পাল, সৈয়দ মোহাম্মদ সাজ্জাদ কবির, মো. আনিসুর রহমান, আতাউল গণি, শারমিন হাসান, বিডি ভেঞ্চারের এমডি শওকত হোসেন, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান ড. সাদ'ত হুসাইন, বিআইডিএসের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো মনজুর হোসেন ও আনোয়ারা বেগম, আইএলওর সাবেক বিশেষ উপদেষ্টা রিজওয়ানুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক সিআর আবরার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ব্যাংকার ও অর্থনীতি বিশ্লেষক মামুন রশীদ, বার্জার পেইন্টের এমডি রূপালী চৌধুরী, এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, সাবেক জজ ইকতেদার আহমেদ, বিআইজিডির সিমীন মাহমুদ, সাবেক সচিব জহুরুল করিম, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর রুমী এ আলী, ব্যরিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম, বেলার নির্বাহী পরিচালক সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, আইসিসি বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, লংকাবাংলা সিকিউরিটিজের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এ মঈন।

আরো উপস্থিত ছিলেন—বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান ড. শাহজাহান মাহমুদ, বিটিআরসি সচিব মো. সরওয়ার আলম, এসিআই লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক (এগ্রিবিজনেস) ড. ফা হ আনসারী, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী মহিউদ্দিন আহমেদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল বায়েস, সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবীর, অধ্যাপক নাসিম আখতার হোসাইন, অধ্যাপক আবদুল লতিফ মাসুম, অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ কামরুল আহছান, অধ্যাপক মো. শরিফ উদ্দিন, অধ্যাপক মুহম্মদ নজরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক মামুনুর রশীদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা, ডিজিএম রুপ রতন পাইন, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান জায়েদ বখ্‌ত, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের এমডি মনজুর আহমেদ, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ওয়াসেক মো. আলী, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডের এমডি কাজী মসিহুর রহমান, মেঘনা ব্যাংকের এমডি মোহাম্মদ নূরুল আমিন, বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান আলাউদ্দিন এ মজিদ, অগ্রণী ব্যাংকের এমডি মো. শামস-উল-ইসলাম, জনতা ব্যাংকের এমডি মো. আবদুস সালাম, এনসিসি ব্যাংকের এমডি গোলাম হাফিজ আহমেদ, প্রাইম ব্যাংকের এমডি আহমেদ কামাল খান চৌধুরী, পূবালী ব্যাংকের এমডি মো. আব্দুল হালিম চৌধুরী, দি ফারমার্স ব্যাংকের এমডি এম কে এম শামীম, ট্রাস্ট ব্যাংকের এমডি ইশতিয়াক আহমেদ চৌধুরী, ঢাকা ব্যাংকের এমডি সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের এমডি মো. নাজমুস সালেহীন, এনআরবি ব্যাংকের এমডি মুখলেসুর রহমান, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ বিরূপাক্ষ পাল, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ, মোহাম্মদ আলী, ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (সিটিটিসি) মো. মনিরুল ইসলাম, উপ-পুলিশ কমিশনার মাসুদুর রহমান উপ-পুলিশ কমিশনার (রমনা বিভাগ) মো. মারুফ হোসেন সরদার। অন্যদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী মো. আমিনুল ইসলাম, বিজিএমইএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ নাসির, গ্যালাক্সি ফ্লাইং একাডেমির সিইও এটিএম নজরুল ইসলাম, নভোএয়ারের এমডি মফিজুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবু ইউসুফ মো. আবদুল্লাহ, নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক মান সংস্থার মহাপরিচালক ড. সৈয়দ হুমায়ূন কবীর, রাইস মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট জাকির হোসেন রনি, বিইআরসির পরিচালক (গ্যাস) এ কে এম মনোয়ার হোসেন আখন্দ, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেডের কোম্পানি সচিব মো. আশরাফ হোসেন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাবেক পরিচালক মো. শাখাওয়াত হোসেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. শরিফ উদ্দিন, ড. শামসুল আলম, বিএসসিসিএলের এমডি মনোয়ার হোসেন, রানার গ্রুপের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান খান, ব্র্যাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজের সিইও শরীফ এমএ রহমান, জিএসপি ফিন্যান্সের এমডি মামুন শাহ, এমটিবি সিকিউরিটিজের এমডি নজরুল ইসলাম মজুমদার, ডিএসই ব্রোকারেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আহমেদ রশীদ লালী, মার্চেন্ট ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছায়েদুর রহমান, মসলিন ক্যাপিটালের এমডি ওয়ালিউল মারুফ মতিন, বিএসইসির সাবেক নির্বাহী পরিচালক আনোয়ারুল কবির ভুইয়া, লাফার্জ সুরমা ও লিন্ডে বিডির পরিচালক মাসুদ খান, এনবিআরের গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগের মহাপরিচালক বেলাল হোসেন চৌধুরী, ডিএসইর চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল হাশেম, বিএসইসির নির্বাহী পরিচালক সাইফুর রহমান, গ্রীণ ডেল্টা ইন্স্যুরেন্সের উপদেষ্টা নাসির এ চৌধুরী, মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন আহমেদ, প্রাইম ইন্স্যুরেন্সের সিইও মোহাম্মদী খানম, ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্সের সিইও জামাল মোহাম্মদ আবু নাসের, আহসান উল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক আমিরুল আলম খান, যশোর চেম্বার অব কমার্সের সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান খান, যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সচিব ড. মোল্লা আমির হোসেন, বিএলআরআইয়ের সাবেক ডিজি ড. জাহাঙ্গীর আলম।

বণিক বার্তা

Date:17-03-2017 Page: 01 Col: 2-2 Size: 17 Col*Inc

‘যা কিছু করেছি তার মূল কেন্দ্র ছিল সমতার সমাজ’

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বণিক বার্তা ও বিআইডিএসের এ অসাধারণ সম্মাননায় আমি আবেগাপ্লুত। এখানে অসামান্য ব্যক্তিরা জড়ো হয়েছেন। অনেক পুরনো ও নতুন বন্ধুসহ অনেকে সমবেত হয়েছেন। এ সবকিছুই আমার প্রত্যাশা ও ধারণার বাইরে ছিল। যে দুটি প্রতিষ্ঠান এ আয়োজন করেছে, তার একটি সংবাদপত্র, অন্যটি বিআইডিএস। বিআইডিএসের সঙ্গে আমি নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলাম, প্রাতিষ্ঠানিক গবেষক ছিলাম বিআইডিএসে। আবার অনেকেই হয়তো জানেন না, আমি সাংবাদিকও ছিলাম। ১৯৬০ সাল থেকে গবেষক হিসেবে আমি যা লিখেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি লিখেছি সাংবাদিক হিসেবে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে যখন যথেষ্ট লিখছিলাম, তখন আমার সন্তানের স্কুলবন্ধুদের কাছে আমি সাংবাদিক হিসেবেই পরিচিত ছিলাম। ড. কামাল

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

যা কিছু করেছি

১ম পৃষ্ঠার পর

হোসেনের সঙ্গে মিলে একটি প্রকাশনাও বের করতাম আমরা।

আজ যে দুটি প্রতিষ্ঠান আমাকে সম্মাননা দিয়েছে, তারা আমার জীবনের দুটি সময়কে তুলে ধরেছে। জীবনের শুরু থেকে যে কাজ আমি করেছি, তা একা করিনি। অর্থনীতি ও বৈষম্য থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীনের সঙ্গে ছয় দফা দাবি চূড়ান্ত করা পর্যন্ত, এর পর পরিকল্পনা কমিশন ও বিআইডিএসের কাঠামো পুনর্গঠন এবং পরবর্তীতে সিপিডি গঠন— সব কাজই আমি করেছি মানুষের সহযোগিতা নিয়ে। যা কিছু অর্জন, তার সবই হয়েছে সামষ্টিক সামর্থ্য কাজে লাগানোর মাধ্যমে। যারাই আমার সঙ্গে কাজ করেছেন, তারা সবাই আজকের এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মান বোধ করছেন। আমরা যা কিছুই করেছি, তার মূল কেন্দ্রে ছিল সমতার সমাজ। বাংলাদেশে ফেরার পর এখানকার সমাজ ব্যবস্থাকে যে অবস্থায় দেখেছি, তা ছিল অসুস্থ। এর রূপান্তরের প্রয়োজন ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজের মাধ্যমে এবং সামাজিকভাবে যাদের সঙ্গে মিশেছি, সবাই একই ধরনের চিন্তা করতাম। ড. কামালের সঙ্গেও আমি গণতন্ত্র ও সমাজ নিয়ে কাজ করেছি। আমরা একটি প্রক্রিয়ার মধ্যেই এগুলো নিয়ে কাজ করছিলাম।

আজ যখন পেছন ফিরে তাকাই, তখন দেখতে পাই, আমি যেসব বিষয় নিয়ে কাজ করেছি, তার বেশির ভাগের সঙ্গেই আমার প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল। আমি কোনো তত্ত্ব তৈরি করিনি, কিন্তু একটি সমাজের ধারণাকে তুলে ধরেছি। এটি তেমন বড় কোনো গুণ নয়, যার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্জন পাব। কারণ অর্থনীতির জগৎটা তেমন কোনো অর্থ বহন করে না, যদি তা বৃহৎ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হয়। আমি আমার লেখার মাধ্যমে রাজনীতি, গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছি।

১৯৫৭ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশাগত জীবন শুরু করি। আমার প্রথম ছাত্র ছিলেন মির্জা আজিজুল ইসলাম। তার সঙ্গেই আমি প্রথম কথা বলি। এখন ২০১৭ সাল। অর্থাৎ ৬০ বছরের পেশাগত জীবন পেরিয়ে গেছে। এখন আমার অবসর জীবনযাপনের সময়। কিন্তু যখন চারপাশে তাকাই, তখন দেখতে পাই, আবুল মাল আবদুল মুহিত তার জীবনের মুখ্য সময় পার করছেন। তিনি আমার চেয়ে দুই বছরের বড়। কিন্তু শেষ সময়েও রাজনীতিক জীবন আগলে রেখেছেন। এজন্য আমি তাকে সাধুবাদ জানাই। এ দেশের জন্মলগ্নের মৌলিক কিছু লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই তিনি এ জীবন বেছে নিয়েছেন। আমার চেয়ে বড় হয়েও তিনি অনেক বেশি সক্রিয়। কিন্তু আমি জীবনের ছোট একটি সময় ছাড়া বাকি সময়টা লেখার কাজ করেছি। আমি কখনই মাঠকর্মী ছিলাম না। যারা লেখার মাধ্যমে গণমানুষ ও তাদের ভাবনা প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, তাদের সমস্যা হলো, কোন সময়ে এবং কার জন্য লিখছি, তা নির্ধারণ। আমার জীবনের বিড়ম্বনা হলো, আমি ৪০ পেরোনোর আগেই লেখক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছি। প্রভাবশালী লেখক ছিলাম। এর কারণ আমি তৎকালীন রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরেছিলাম।

বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দীন, সোহরাওয়ার্দীর মতো নেতাদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার। বঙ্গবন্ধুর ভালো গুণ ছিল যে, তিনি অসম্ভব মানবিক ছিলেন, সবসময়ই শিখতে চাইতেন। আর সেসব বিষয়ই শিখতে চাইতেন, যে বিষয়গুলোয় তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। তিনি আলোচনা শুনতেন, সেখানে অংশগ্রহণ করতেন ছাত্র হিসেবে। এর পর রাজনীতিবিদ হিসেবে সেসব ভাবনা প্রয়োগ করতেন তিনি। তখন অর্থনৈতিক ধারণাগুলো আরো অনেক অর্থবহ হয়ে উঠত। অর্থনৈতিক ধারণার বাস্তব প্রয়োগ কেমন হতে পারে, তা খুব ভালো করে বুঝতে পারতেন বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীনের মতো নেতারা। পরিকল্পনা কমিশনে আমরা যখন নীতিপরামর্শ দিতাম, তখন যত পরামর্শই দেয়া হতো, তা খুব ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করতেন বঙ্গবন্ধু। রাজনৈতিকভাবে বিবেচনা করেই তিনি পরামর্শের কাজ এগিয়ে নিতে বলতেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত নেতারা এভাবেই পরামর্শ বাস্তবায়নের কাজ করতেন। এভাবে আমাদের প্রজন্মে আমরা কাজ করেছি, যা ছিল অনেক আনন্দময় এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়। সবাইকে ধন্যবাদ।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের দেয়া বক্তব্যের অংশবিশেষ

বণিক বার্তা

Date:17-03-2017 Page: 03 Col: 1-6 Size: 120 Col*Inc

গুণিজন সংবর্ধনা ২০১৭

বণিক বার্তা

বিআইডিএস

কিংবদন্তি ভূষিত হলেন অমৃত সম্মাননায়। আর তা চাক্ষুষ করলেন দেশের বিভিন্ন খাতের মহীরুহ-ব্যক্তিত্বরা। একই সঙ্গে চলেছে স্মৃতিচারণ, আড্ডা আর গল্প। তাতে অন্য এক মাত্রা দিয়েছে সংগীতের মূর্ছনা। বণিক বার্তা-বিআইডিএসের যৌথ আয়োজনে 'গুণীজন সংবর্ধনা-২০১৭' কিছু মুহূর্তের স্থিরচিত্র

ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

The Daily Star
Date:18-03-2017 Page 05, Col 1-4 Size: 34 Col* Inc

Prof Rehman Sobhan receives a citation from BIDS Director General KAS Murshid, *right*, and Bonik Barta Editor Dewan Hanif Mahmud, *left*, while Finance Minister AMA Muhith and Prof Sobhan's wife Prof Rounaq Jahan look on, during a programme at Sonargaon hotel in the capital Thursday night. Bangla daily Bonik Barta and the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) felicitated the economist for his contribution to nation building. PHOTO: COLLECTED

Rehman Sobhan an inspiration and living legend

Speakers tell event

STAFF CORRESPONDENT

Politicians, economists, and civil society members yesterday praised Prof Rehman Sobhan as an inspirational figure and pro-people economist and recalled his contribution to nation building.

They said his projection on the economic disparity between the two parts of Pakistan had inspired the young generation to fight against the inequality and wage a struggle that led to Bangladesh's independence from West Pakistan in 1971.

The words of appreciation came at a programme where the economist was felicitated by Bangla daily Bonik Barta and think-tank Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).

It was held at Sonargaon hotel in the capital Thursday night.

Finance Minister AMA Muhith said Prof Sobhan fought against the economic disparity in the two parts of Pakistan. As a young university teacher, he inspired his students through his writings, Muhith said.

The minister said Sobhan was a member of the panel of economists to review the Third and Fourth Five Year Plans of Pakistan, which he still used.

Planning Minister AHM Mustafa Kamal said Prof Sobhan was a source of inspiration for them. "He is a living legend."

Eminent lawyer and politician Dr Kamal Hossain narrated the story of how Prof Sobhan

SEE PAGE 11 COL 1

Rehman Sobhan

FROM PAGE 5

became well known for his writings on the economic disparity between the eastern and western parts of Pakistan, in 1961.

Civil Aviation and Tourism Minister Rashed Khan Menon, who was also a student of Prof Sobhan, said they were highly inspired by him.

Wahiduddin Mahmud, former professor of economics at Dhaka University, said Prof Sobhan was a not a traditional economist, but rather he was a political, social and pro-people economist.

In his speech, Prof Sobhan said structural injustices created poverty.

Prevailing structural injustices, such as unequal access to assets, unequal participation in the market, unequal access to human development and unjust governance, do not empower the poor politically and economically, he said.

Former finance minister M Syeduzzaman, former minister Moudud Ahmed, BIDS Director General KAS Murshid and Bonik Barta Editor Dewan Hanif Mahmud, also spoke among others, at the programme.

Prof Sobhan was educated at Cambridge University and began his career at the Department of Economics, Dhaka University in 1957 and retired as professor in 1977.

He served as member of Bangladesh Planning Commission, member of the Advisory Council of the President of Bangladesh in 1991, and was in charge of the Ministry of Planning and the Economic Relations Division.

He is the founder and chairman of the think tank Centre for Policy Dialogue (CPD).

Prof Sobhan has published 27 books, 15 research monographs, and 140 articles in professional journals.

Dhaka Tribune
Date:17-03-2017 Page: 03 Col: 1-5 Size: 17.5 Col*Inc

Finance Minister AMA Muhith, officials of Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) and business daily Bonik Barta Editor Dewan Hanif Mahmud, left, present his portrait to eminent economist and freedom fighter Rehman Sobhan, second right, in a special ceremony at Pan Pacific Sonargaon Hotel in Dhaka yesterday. BIDS and the Bonik Barta organised the event to celebrate Rehman Sobhan's illustrated career

RAJIB DHAR

দৈনিক ইত্তেফাক
Date:17-03-2017 Page: 20, Col: 6-8 Size: 18.5 Col*Inc

গতকাল সোনারগাঁও হোটেলে দৈনিক বণিক বার্তা ও বিআইডিএস আয়োজিত গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় —ইত্তেফাক

অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাই আমার বড় লক্ষ্য ছিল

------- রেহমান সোবহান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেছেন, আমার জীবনে দুটি অংশে কাজ করেছি। একটি হলো গবেষক হিসেবে, অন্যটি লেখালেখি করে। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই আমার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল। তাই আমার কাছে অর্থনৈতিক তত্ত্বের চেয়ে সাম্যই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে এক্ষেত্রে রাজনৈতিক অর্থনীতি সামনে চলে আসে। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

অর্থনৈতিক সাম্য

২০ পৃষ্ঠার পর

অর্থনীতিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই যে কোনো নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি অর্থনীতিবিদদের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানে সংবর্ধনার জবাবে তিনি এ কথা বলেন। দৈনিক বণিকবার্তা ও বিআইডিএস এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সহধর্মিণী রওনক জাহানসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেহমান সোবহানের অবদানকে স্যালুট জানিয়ে অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেন, রেহমান সোবহান অর্থনৈতিক ন্যায় ও সাম্য সৃষ্টির জন্য সবসময় কাজ করেছেন। জাতি গঠনেও তার ভূমিকা অনেক। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি আলোচনায় থাকলেও সেটিকে অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে অধ্যাপক রেহমান সোবহান তুলে ধরেছেন।

সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেন বলেন, ১৯৬১ সালে দুই দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে রেহমান সোবহানের লেখা মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়তে তিনি সবসময় কাজ করে গেছেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাঈদুজ্জামান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ, বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. কে এ এস মোর্শেদ এবং ইন্টারন্যাশনাল চেম্বারের সভাপতি মাহবুবুর রহমানসহ আরও অনেকে।

প্রথম আলো

Date:17-03-2017 Page : 13, Col: 1-3 Size: 24 Col*Inc

রাজধানীর একটি হোটেলে গতকাল সন্ধ্যায় বিআইডিএস ও *বণিক বার্তা* আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন রেহমান সোবহানের সহধর্মিণী রওনক জাহান ● প্রথম আলো

কাঠামোগত অন্যায্যতা অন্তহীন দারিদ্র্য সৃষ্টি করে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অধ্যাপক রেহমান সোবহান

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান বলেছেন, 'কাঠামোগত অন্যায্যতা অন্তহীন দারিদ্র্য সৃষ্টি করে। এতে গরিব মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নও হয় না। এটি আমাকে চিন্তিত করে।'

গতকাল বৃহস্পতিবার দৈনিক *বণিক বার্তা* ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) যৌথভাবে এই গুণী অর্থনীতিবিদকে সংবর্ধনা দেয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সরবরাহ করা লিখিত বক্তব্যে রেহমান সোবহান এসব কথা বলেন।

সোনারগাঁও হোটেলে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবর্ধিত অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, স্বাধীনতার পর দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে অন্যায্যতার শিকার হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে এবং বাজার অর্থনীতিতে সুষম অংশগ্রহণের অভাবে সম্পদের ওপর গরিব মানুষের মালিকানার ক্ষেত্রে বৈষম্য বেড়েছে।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রেহমান সোবহানের মতে, অন্যায্যতা ও নানা বৈষম্যের কারণে বাংলাদেশের মানুষ তাদের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি। সম্পদের ওপর সর্বস্তরের মানুষের সুষম মালিকানা ও বাজার অর্থনীতিকে সক্রিয় করার মাধ্যমে এই অন্যায্যতা ঠিক করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

এই প্রবীণ অর্থনীতিবিদ পাকিস্তান আমলে দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, 'পাকিস্তানে দুই অর্থনীতির বৈষম্য নিয়ে রেহমান সোবহান লড়াই করেছেন। তিনি আমাদের জাতীয় চরিত্র গঠনে অবদান রেখেছেন।' তিনি আরও বলেন, 'রেহমান সোবহান যখন পরিকল্পনা কমিশনে ছিলেন, তখন যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) তৈরি করেন, সেটা আমি এখনো ব্যবহার করি। ওই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছিল।'

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, 'তিনি (রেহমান সোবহান) আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস, জীবন্ত কিংবদন্তি।'

সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. কামাল হোসেন বলেন, 'তিনি (রেহমান সোবহান) যেটা বিশ্বাস করেছেন, সেটা বিরতিহীনভাবে বলে গেছেন। ১৯৬১ সালে তিনিই প্রথম পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের বৈষম্যের কথা তুলে ধরেন।'

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, রেহমান সোবহান প্রথাগত অর্থনীতিবিদ নন; তিনি রাজনৈতিক, সামাজিক ও গণ-অর্থনীতিবিদ। তিনি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান, সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপির নেতা মওদুদ আহমদ, বিআইডিএসের মহাপরিচালক কে এ এস মুরশিদ, *বণিক বার্তা*র সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ প্রমুখ।

সমকাল
Date:18-03-2017 Page: 19, Col: 4-8 Size: 27 Col*Inc

রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে বিআইডিএস ও বণিক বার্তা আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ■ সমকাল

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজন

গণমানুষের অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান

■ সমকাল প্রতিবেদক

অধ্যাপক রেহমান সোবহান অর্থনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি একাধারে রাজনীতিক ও সমাজবিজ্ঞানী। তিনি সরাসরি রাজনীতি না করলেও যা করেছেন তা রাজনৈতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি গণমানুষের অর্থনীতিবিদ। তিনি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাজ করছেন। এই গুণীজনকে দেওয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন।

গত বৃহস্পতিবার রাতে গবেষণা সংস্থা বিআইডিএস ও বণিক বার্তা হোটেল সোনারগাঁওয়ে রেহমান সোবহানকে বিশেষ সংবর্ধনা দেয়। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত তাকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন। এ সময় তার স্ত্রী রওনক জাহান, বিআইডিএসের মহাপরিচালক কেএএস মুর্শিদ ও বণিক বার্তার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

গবেষণা সংস্থা সিপিডির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬১ সালে ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৫

গণমানুষের...

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্যমূলক অর্থনীতি নিয়ে তার লেখনী তৎকালীন রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে। খ্যাতনামা এই অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে সংস্থাটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান তিনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাও ছিলেন রেহমান সোবহান।

অনুষ্ঠানে রেহমান সোবহান বলেন, কাঠামোগত অন্যায্যতা দারিদ্র্য সৃষ্টি করে। এতে গরিব মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হয় না। যা তাকে চিন্তিত করেছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে এবং বাজার অর্থনীতিতে সুষম অংশগ্রহণের অভাবে সম্পদের ওপর গরিব মানুষের মালিকানার ক্ষেত্রে বৈষম্য বেড়েছে। অন্যায্যতা ও নানা বৈষম্যের কারণে বাংলাদেশের মানুষ তাদের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি। সম্পদের ওপর সর্বস্তরের মানুষের সুষম মালিকানা ও বাজার অর্থনীতিকে সক্রিয় করার মাধ্যমে এই অন্যায্যতা দূর করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। রাষ্ট্র গঠনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান উল্লেখ করে তিনি বলেন, সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করার জন্য বঙ্গবন্ধুর নিরন্তর চেষ্টা ছিল।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী মুহিত বলেন, ১৯৬১ সালে রেহমান সোবহান ফোরাম নামে একটি পত্রিকা বের করেন। সেখানে পাকিস্তানের দুই অর্থনীতির তত্ত্ব প্রচার করে বাংলাদেশ (তখন পূর্ব পাকিস্তান) উত্তপ্ত করে তোলেন। এ ছাড়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরিতেও তিনি ভূমিকা রেখেছেন। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) পুনর্গঠনেও অধ্যাপক সোবহানের ভূমিকা আছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের জাতি গঠনে যাদের ভূমিকা আছে, রেহমান সোবহান তাদের একজন।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, রেহমান সোবহান শুধু অর্থনীতিবিদ নন। তিনি একজন রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ, সামাজিক অর্থনীতিবিদ এবং গণ-অর্থনীতিবিদ। তিনি ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনে কাজ করে যাচ্ছেন। সবাই তাকে একইভাবে চেনে। ড. কামাল হোসেন বলেন, 'রেহমান আমার মামাতো ভাই হলেও আমরা প্রকৃতপক্ষে বন্ধু। সে (রেহমান সোবহান) অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সব সময় আপসহীন।

পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, রেহমান সোবহান অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি জীবন্ত কিংবদন্তি। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন রেহমান সেবাহানকে নিজের শিক্ষক উল্লেখ করে বলেন, 'স্যার একজন রাজনৈতিক কর্মী। তিনি সরাসরি রাজনীতি করেননি, তবে যা করেছেন তা রাজনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বিআইডিএসের জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো নাজনীন আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান ও বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার কয়েকশ' বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সমকাল
Date:18-03-2017 Page: 19, Col: 4-8 Size: 27 Col*Inc

রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে বিআইডিএস ও বণিক বার্তা আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ■ সমকাল

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজন

গণমানুষের অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান

■ সমকাল প্রতিবেদক

অধ্যাপক রেহমান সোবহান অর্থনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি একাধারে রাজনীতিক ও সমাজবিজ্ঞানী। তিনি সরাসরি রাজনীতি না করলেও যা করেছেন তা রাজনৈতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি গণমানুষের অর্থনীতিবিদ। তিনি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাজ করছেন। এই গুণীজনকে দেওয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন।

গত বৃহস্পতিবার রাতে গবেষণা সংস্থা বিআইডিএস ও বণিক বার্তা হোটেল সোনারগাঁওয়ে রেহমান সোবহানকে বিশেষ সংবর্ধনা দেয়। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত তাকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন। এ সময় তার স্ত্রী রওনক জাহান, বিআইডিএসের মহাপরিচালক কেএএস মুর্শিদ ও বণিক বার্তার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

গবেষণা সংস্থা সিপিডির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬১ সালে ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৫

গণমানুষের...

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্যমূলক অর্থনীতি নিয়ে তার লেখনী তৎকালীন রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে। খ্যাতনামা এই অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে সংস্থাটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান তিনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাও ছিলেন রেহমান সোবহান।

অনুষ্ঠানে রেহমান সোবহান বলেন, কাঠামোগত অন্যায্যতা দারিদ্র্য সৃষ্টি করে। এতে গরিব মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হয় না। যা তাকে চিন্তিত করেছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে এবং বাজার অর্থনীতিতে সুষম অংশগ্রহণের অভাবে সম্পদের ওপর গরিব মানুষের মালিকানার ক্ষেত্রে বৈষম্য বেড়েছে। অন্যায্যতা ও নানা বৈষম্যের কারণে বাংলাদেশের মানুষ তাদের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি। সম্পদের ওপর সর্বস্তরের মানুষের সুষম মালিকানা ও বাজার অর্থনীতিকে সক্রিয় করার মাধ্যমে এই অন্যায্যতা দূর করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। রাষ্ট্র গঠনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান উল্লেখ করে তিনি বলেন, সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করার জন্য বঙ্গবন্ধুর নিরন্তর চেষ্টা ছিল।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী মুহিত বলেন, ১৯৬১ সালে রেহমান সোবহান ফোরাম নামে একটি পত্রিকা বের করেন। সেখানে পাকিস্তানের দুই অর্থনীতির তত্ত্ব প্রচার করে বাংলাদেশ (তখন পূর্ব পাকিস্তান) উত্তপ্ত করে তোলেন। এ ছাড়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরিতেও তিনি ভূমিকা রেখেছেন। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) পুনর্গঠনেও অধ্যাপক সোবহানের ভূমিকা আছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের জাতি গঠনে যাদের ভূমিকা আছে, রেহমান সোবহান তাদের একজন।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, রেহমান সোবহান শুধু অর্থনীতিবিদ নন। তিনি একজন রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ, সামাজিক অর্থনীতিবিদ এবং গণ-অর্থনীতিবিদ। তিনি ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনে কাজ করে যাচ্ছেন। সবাই তাকে একইভাবে চেনে। ড. কামাল হোসেন বলেন, 'রেহমান আমার মামাতো ভাই হলেও আমরা প্রকৃতপক্ষে বন্ধু। সে (রেহমান সোবহান) অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সব সময় আপসহীন।

পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, রেহমান সোবহান অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি জীবন্ত কিংবদন্তি। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন রেহমান সেবাহানকে নিজের শিক্ষক উল্লেখ করে বলেন, 'স্যার একজন রাজনৈতিক কর্মী। তিনি সরাসরি রাজনীতি করেননি, তবে যা করেছেন তা রাজনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বিআইডিএসের জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো নাজনীন আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান ও বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার কয়েকশ' বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।